রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ৫, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ (রেল অপারেশন) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৪.০০.০০০০.০৪১.১৮.০১৬.১৯-১৬৯**—সরকার ০১ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে 'বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনে ক্যাটারিং সার্ভিসে নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২০' অনুমোদন করেছে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. সৈয়দা নওশীন পর্ণিনী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মূল্য : টাকা ১২.০০

বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনে ক্যাটারিং সার্ভিসে নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২০

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পরিচালিত ট্রেনসমূহে ভ্রমণকারী সম্মানিত ট্রেন যাত্রীদের স্বাস্থ্যসম্মত, মানসম্পন্ন খাদ্য ও পানীয় নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহকরণ এবং ক্যাটারিং সেবার মানোন্নয়নে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালা অনুযায়ী ক্যাটারিং কোম্পানিগুলো পরিচালিত হবে।

১। **ক্যাটারিং নীতিমালার উদ্দেশ্য :**

(১.০) বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পরিচালিত ট্রেনসমূহে ভ্রমণকারী সম্মানিত ট্রেন যাত্রীদের স্বাস্থ্যসম্মত, মানসম্পন্ন খাদ্য ও পানীয় নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহকরণ;

(১.১) বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন দূরত্বে আন্তঃনগর ট্রেন পরিচালনা করে থাকে। এ সকল ট্রেনে মানসম্পন্ন ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদান;

(১.২) ক্যাটারিং বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের আন্তঃনগর ম্যানুয়েলে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করা।

২। **ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা :**

(২.০) বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের সিসিএমগণের অধীনে পরিচালিত বিদ্যমান ট্রেনগুলোর ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ও চুক্তির ব্যবস্থাপনা স্ব স্ব অঞ্চল হতে সম্পাদিত হবে এবং **যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মহাপরিচালকের মাধ্যমে প্রেরিত প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে**। বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাটারিং এবং ট্যুরিজম সেলের আওতায় কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত নতুন ট্রেনসমূহের ক্যাটারিং সার্ভিস, ভবিষ্যতে প্রবর্তিত নতুন ট্রেনসমূহ এবং জোন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ট্রেনের ক্যাটারিং এর মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিআরসিটিএস এর জনবল মঞ্জুরি না হওয়া পর্যন্ত মার্কেটিং শাখা কর্তৃক ট্রেনসমূহের ক্যাটারিং পরিচালনা করা যাবে।

(২.১) সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২.২) জোন পর্যায়ে বিদ্যমান ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন/ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে। প্রাথমিক অবস্থায় প্রাক-যোগ্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাক-যোগ্যতা তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

(২.৩) প্রাক-যোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান-কে নিম্নোক্ত তথ্যাদি/ দলিলাদি দাখিল করে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফরম সংযুক্তি-'ক'-তে দেয়া আছে।

i. প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত দলিলাদি।

ii. হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স।

iii. প্রতিষ্ঠানের টিন (TIN) সনদ।

iv. হালনাগাদ ভ্যাট এবং ট্যাক্স রিটার্নের সনদ।

v. ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সচ্ছলতার সনদ।

vi. বিগত ০৩ (তিন) বছরের বার্ষিক টার্নওভার/ব্যাংক লেনদেনের বিবরণ।

vii. প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো এবং নিয়োজিত লোকবলের সংখ্যা (নাম, পদবি, জীবন বৃত্তান্ত, বেতন)।

viii. ক্যাটারিং সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতার সনদ (সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত ও কর্পোরেট অফিসে ক্যাটারিং সার্ভিস অভিজ্ঞতা)।

ix. যে সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্যাটারিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে তাদের পূর্বে অনিয়ম-তান্ত্রিক কাজের জন্য জরিমানা বা অন্যান্য কোনো অনিয়ম থাকলে প্রাক-যোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং হবে।

x. সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্তির জন্য এফএএন্ডসিএও/পূর্ব ও পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী এর অনুকূলে যেকোনো সিডিউল ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট (অ-ফেরতযোগ্য) দাখিল করতে হবে।

xi. সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে টেন্ডার সিডিউল জমাদানকালে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা আর্নেস্ট মানি হিসাবে এফএএন্ডসিএও/পূর্ব ও পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী এর অনুকূলে যে কোনো সিডিউল ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দরপত্রের সঙ্গে সংযোজন করতে হবে।

xii. নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে খাবার গাড়ির ভাড়ার উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট এবং উৎসে কর আলাদা আলাদা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

(২.৪) ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান নিয়োগে (২.৩) নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তসমূহ একমাত্র শর্ত হিসেবে গণ্য হবে না। এক্ষেত্রে উপযুক্ততা, বিশ্বস্ততা, ব্যবসায়িক সুনামের বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে।

(২.৫) বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাটারিং সার্ভিস কেবলমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে না। ভ্রমণকারী সম্মানিত যাত্রীসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও রেলওয়ের যাত্রী সেবার অংশ হিসেবে এ সার্ভিস গণ্য হবে।

(২.৬) সম্মানিত যাত্রীদের মানসম্মত খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব ক্যাটারিং সেবার আওতায় চলাচলকৃত আন্তঃনগর ট্রেনসমূহে ও রেলওয়ের আঙ্গিনায় ক্যাটারার্সদের নিকট খাদ্যপণ্য ও পানীয় সরবরাহ ও বিক্রয় করতে পারবে।

(২.৭) ক্যাটারিং সার্ভিসের চুক্তির মেয়াদ নিয়োগের দিন থেকে পরবর্তী ০৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

(২.৮) ক্যাটারিং পরিচালনা প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষ অথবা নিয়োজিত কর্মচারীগণ কোনো ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত হন নাই, বা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা নাই মর্মে, এফিডেভিট দাখিল করতে হবে।

(২.৯) ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনায় একক অথবা যৌথ পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের (খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট) বাংলাদেশ রেলওয়ের মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক সংক্রামক কোনো ব্যাধি বা ক্ষতিকারক রোগ নেই মর্মে ০৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর বছরে ০২ (দুই) বার ডাক্তারী সনদ গ্রহণ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

(২.১০) প্রাক-যোগ্যতা যাচাইয়ের সময় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা দিতে হবে যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত সকল তথ্য ও দলিলাদি সঠিক আছে। কোনো ভুল তথ্য, জাল সনদ বা দলিলাদি দাখিল করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং প্রতিষ্ঠানটিকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।

(২.১১) যৌথ প্রতিষ্ঠানের বেলায় অংশীদারিত্বের দলিল আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

(২.১২) ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনায় কর্মরত কর্মচারীগণকে রেলওয়ে কর্তৃক অনুমোদিত ইউনিফর্ম পরিধানসহ পরিচয়পত্র বহন করতে হবে।

(২.১৩) প্রত্যেক ট্রেনের প্রতিটি কোচে ঝুড়ি/লিটারবিন রাখতে হবে। যাতে যাত্রীগণ ময়লা ফেলতে পারেন।

৩। **যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক করণীয় :**

(৩.০) বাংলাদেশ রেলওয়ের যান্ত্রিক বিভাগ কর্তৃক অবশ্যই উন্নত খাবার গাড়ির সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩.১) প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনের খাবার গাড়িতে ওভেন, ইলেকট্রিক চুলা, ফ্রিজ, কফি মেকার ইত্যাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪। **ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশিত খাবারের মান এবং অন্যান্য শর্তাবলি :**

(৪.০) ট্রেনে ভ্রমণরত যাত্রীদের মানসম্মত খাবার পরিবেশন করতে হবে।

(৪.১) ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত খাদ্য তালিকা, পরিমাণ, মূল্য রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত ও অনুমোদিত হতে হবে। অনুমোদিত মূল্যের বাইরে কোনোক্রমেই অতিরিক্ত অর্থ নেয়া যাবে না।

(৪.২) খাদ্যের গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থে মোড়কজাত অবস্থায় সরবরাহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিশ্চিত করতে হবে।

(৪.৩) বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদিত পানীয়, প্যাকেটজাত খাবার (বিএসটিআই কর্তৃক সার্টিফাইড) সরবরাহ করতে হবে।

(৪.৪) ক্যাটারিং পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারীদের পেশাগত আচরণ বিষয়ে হোটেল ম্যানেজমেন্ট/ক্যাটারিং ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে ন্যূনতম ১৫ (পনের) দিন ট্রেনিং থাকতে হবে।

(৪.৫) Base kitchen-এ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মানসম্মত খাবার তৈরির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৪.৬) Base kitchen/চলন্ত ট্রেনে প্রস্তুতকৃত খাবারের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। কোনো বাসি খাবার পরিবেশন করা যাবে না।

৫। **মেন্যু এবং ট্যারিফ :**

(৫.০) মেন্যু এবং ট্যারিফ রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

(৫.১) বিভিন্ন ট্রেনের ক, খ, গ, শ্রেণিভিক্তিক বিবেচনায় রুটভিত্তিক খাদ্যতালিকা ও মূল্য নির্ধারিত হবে।

(৫.২) সকল ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত খাদ্যপণ্যের মূল্য সম্মানিত যাত্রীদের নিকট পরিশোধের জন্য রসিদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(৫.৩) আমিষ এবং নিরামিষ উভয় পদ্ধতির খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৬। **ক্যাটারিং সার্ভিস মনিটরিং প্রক্রিয়া :**

(৬.০) সম্মানিত যাত্রীদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্পন্ন খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে কি-না তা রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, মহাব্যবস্থাপক, অতিঃ মহাব্যবস্থাপক, প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, অতিরিক্ত প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, ডেপুটি সিসিএম, এসিসিএম, বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রীয় অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), পরিচালক (ট্রাফিক) এবং উপ-পরিচালক (মার্কেটিং) তদারকি করবেন এবং বর্ণিত কর্মকর্তাগণ রেল প্রশাসন হিসাবে গণ্য হবে।

(৬.১) সরেজমিনে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন কর্তৃক নিয়োজিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং রেল প্রশাসন কর্তৃক পরিদর্শনকালে খাবার সরবরাহের কোনোরূপ অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানকে সর্বনিম্ন ৫,০০০/- টাকা হতে সর্বোচ্চ ১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে (বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, মহাব্যবস্থাপক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) ১৫,০০০/- অতিঃ মহাব্যবস্থাপক, প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, যুগ্ম মহাপরিচালক ১২,০০০/- অতিরিক্ত প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, পরিচালক (ট্রাফিক) এবং বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক ১০,০০০/- বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক (মার্কেটিং) এবং উপ-পরিচালক (টিসি) ৮,০০০/- এসিও/এসিসিএম ৫,০০০/-।

(৬.২) খাদ্য পণ্যের গুণগতমান নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রতিকারের সক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের থাকতে হবে। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৬.৩) ক্যাটারিং সার্ভিস সম্পর্কে যাত্রী মতামত নেয়ার জন্য জরিপের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অন্য যে কোনো সংশ্লিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন : ভোক্তা অধিকার সংস্থা, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ/বিএসটিআই) কর্তৃক পরিদর্শন করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৮। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের (বুফেকার ম্যানেজার, বাবুর্চি, হেলপার, বয়) রেলওয়ে কর্তৃক অনুমোদিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক ও টুপি এবং হাতে গ্লাভসসহ ট্রেনে খাবার পরিবেশন করতে হবে।

৯। প্যাকেটজাত খাবারের উপরে উৎপাদন এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ অবশ্যই থাকতে হবে। রেলওয়ে কর্তৃক অনুমোদিত মূল্যসহ খাবারের তালিকা লেমিনেটিং করে প্রতিটি কোচের উভয় দিকে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন/ঝুলিয়ে রাখতে হবে। সময় সময়ে (ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক) বাজার দর বিবেচনায় প্রয়োজনে খাবারের মূল্য তালিকা সংশোধন করা যাবে।

১০। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের নিজস্ব ব্যাংক এ্যাকাউন্টে/চেকের মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করতে হবে এবং রেলওয়ে প্রশাসনকে অবহিত করতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবেন।

১১। ট্রেনের বুফেকার ক্যাটারিং সার্ভিস ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বুফেকারে কোনোভাবেই অবৈধ যাত্রী পরিবহন করা যাবে না। অবৈধ যাত্রী পরিবহন করলে ঐ সকল যাত্রীর ভাড়া এবং জরিমানার সমুদয় অর্থ ক্যাটারিং সার্ভিস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করতে হবে। এক বা একাধিক এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা হবে।

১২। অবৈধ যাত্রী, অননুমোদিত পণ্য এবং অন্যান্য অনিয়মের জন্য রেল প্রশাসন {অনুচ্ছেদ-৫(খ) অনুযায়ী} জরিমানা আরোপ করলে উক্ত জরিমানার অর্থ আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের নির্ধারিত খাতে জমা প্রদান করতে হবে। কোনো অবস্থায় জরিমানা মওকুফ করা যাবে না।

১৩। বুফেকার সর্বক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত থাকতে হবে। প্রত্যেক বুফেকারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজ খরচে দুটি ব্যবহারযোগ্য অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র রাখতে হবে এবং সকল ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীগণকে সিভিল ডিফেন্স হতে এর ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৪। যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা অথবা রাজনৈতিক কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানকে কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না।

১৫। এই নীতিমালায় বর্ণিত কোনো শর্তে মতবিরোধ দেখা দিলে বা এমন কোনো বিষয় যা নীতিমালায় উল্লেখ নেই সেই ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দিলে রেল প্রশাসনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়ে ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হলে সালিশ আইন-২০০১ মোতাবেক সালিশকারক নিয়োগের মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এক্ষেত্রে নিয়োজিত ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান কোনোরূপ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে না।

১৬। **বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় :**

১৬.০ বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে চুক্তি সম্পাদিত BRCTS অথবা নিয়োজিত ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেইজ কিচেন/ট্রেনে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য সংরক্ষণ করে নির্ধারিত স্থানে নিষ্ক্রিয় করতে হবে। যেন জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর না হয়।

১৬.০১ প্রত্যেক ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান ট্রেনে একজন করে পরিচ্ছন্ন কর্মী আবশ্যিকভাবে নিয়োগ করবেন। যে প্রত্যেক কোচের খাবার/পণ্যের মোড়ক/অন্যান্য ময়লা এবং চলন্ত অবস্থায় টয়লেট পরিষ্কারে নিয়োজিত থাকবে।

সংযুক্তি-'ক'

আবেদন ফরম

বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাটারিং সার্ভিস

ক্রমিক নং	বর্ণনা	
১।	ক্যাটারিং সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের নাম	
২।	ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানের ধরন (প্রোপ্রাইটারশীপ/কোম্পানি)	
৩।	আবেদনকারীর নাম, পদবি এবং জাতীয়তা	
৪।	ঠিকানা	
৫।	প্রতিষ্ঠানের অবস্থান (ক) গ্রাম/বাড়ি নং-/রাস্তা/ব্লক/সেক্টর (খ) ডাকঘর (গ) উপজেলা/থানা (ঘ) জেলা (ঙ) ফোন নম্বর- (চ) ই-মেইল নং-	
৬।	সংযুক্তি (ক) ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কাগজপত্র (খ) ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সচ্ছলতার ০৩ (তিন) বৎসরের সনদ (গ) আবেদনকারীর ২ কপি সত্যায়িত ছবি (ঘ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স (ঙ) আয়কর সনদ/ই-টিআইএন (চ) হালনাগাদ ভ্যাট এবং ট্যাক্স রিটার্নের সনদ (ছ) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি (ব্যক্তি আবেদনকারীর জন্য) (জ) কোম্পানির ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যাল্‌স অব অ্যাসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন (ঝ) বিগত ০৩ (তিন) বৎসরের বার্ষিক টার্নওভার/ব্যাংক লেনদেনের বিবরণ (ঞ) প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো এবং নিয়োজিত লোকবলের সংখ্যা (নাম, পদবি, জীবনবৃত্তান্ত, বেতন)। (ট) ক্যাটারিং সার্ভিস সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার সনদ	

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যাদি সত্য এবং এতদ্‌সঙ্গে উপস্থাপিত দলিলাদি সঠিক। আমি/আমরা আরো ঘোষণা করছি যে, যদি আমার/আমাদের ক্যাটারিং সার্ভিস

প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়, তবে আমি/আমরা যাবতীয় আইন-কানুন মেনে চলবো। আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই অনুমোদনের আওতায় কোনো স্বত্ব-সুবিধা আমি/আমরা অন্য কারো নিকট বিক্রি, বন্ধক বা অন্য কোনোরূপ হস্তান্তর করবো না।

আমি/আমরা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, এই অনুমোদন সংক্রান্ত কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে বাংলাদেশ রেলওয়ে আমার/আমাদের অনুমোদন বাতিল করার সকল ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীল

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd